সূরা আল-ফাতিহা

- পূর্নাঙ্গ সূরা রূপে সূরা ফাতিহা প্রথম নাযিল হয় ।
- এই সূরা কোন পারার অংশ নয় । সূরা ফাতিহা কোরানের উপক্রমনিকা বা preface ।
- এই সূরা কোরানের সার সংক্ষেপ । শুধু এই সূরায় 8000 মাসায়েল রয়েছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম)
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি ।

যে কোন কাজের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা সুন্নত । যে কাজ বিস্‌মিল্লাহ্‌ ব্যাতিত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকেনা । শুধু কোরান তেলাওয়াতের শুরুতে আ'উযুবিল্লাহ্‌ও পড়তে হয় ।

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন)
যাবতীয় প্রশংসা আললাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা ।

এখানে আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা করার মাধ্যমে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ 'তওহীদ' বা একত্ববাদের ঘোষনা করা হয়েছে ।
রব এর অর্থ : যিনি 'নাই' থেকে সৃষ্টি করেন এবং তার সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন । যিনি সবকিছুর শেষ পরিনতি সম্পর্কে সম্পূর্ন জানেন ।
আলম বা সৃষ্টিজগত : এ বিশ্বব্রম্মান্ডের যাবতীয় সৃষ্টি যথা - আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জ্বিন, যমীন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে । এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখিনা সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত ।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি ।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (আর রহমানির রাহিম) যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু ।

সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এতে তার নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বরং তার রহমত ও দয়ার তাকীদেই তিনি এ দায়িত্ব গ্রহন করেছেন ।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (মালিকি ইয়াওমিদ্দিন) যিনি বিচার-দিনের মালিক ।
শাব্দিক অর্থ : তিনি প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি ।

যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত । অর্থাৎ - প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় তিনিই একমাত্র মালিক এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই ।
এ আয়াত ইসলামের আরেক মূল আকীদা কিয়ামত বা পরকালের স্বীকারোক্তি ।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্‌তাঈন)
আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি ।

অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তার লালন পালন ও ভরন-পোষনের নিয়মিত সুব্যাবস্থা তিনিই করেছেন । আর প্রতিদান দিবসে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবেনা । অতএব এবাদতের যোগ্য কেবল তিনিই এছাড়া অন্য কারো এবাদত করা যাবেনা । আর সার্বিক সাহায্য শুধু তার কাছ থেকেই আসতে পারে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া কোন অবস্থাতেই বৈধ নয় ।

اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (ইহ্‌ দিনাস সিরাতল মুস্‌তাকিম) -আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ।

আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান ।
হেদায়েতের <u>প্রথম স্তর</u> : আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকূল নিয়ত আল্লাহ্‌র গুনগানে রত ।

<u>দ্বিতীয় স্তর</u> : যারা বিবেকবান বা বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ মানুষ এবং জ্বিন জাতি, তাদেরকে নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে হেদায়েত পৌঁছান হয়েছে । কেউ একে গ্রহন করে মুমিন হয়েছে আর কেউ প্রত্যাখ্যান করে কাফের-বেদ্বীনে পরিনত হয়েছে ।

<u>তৃতীয় স্তর</u> : এ হেদায়েত আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন মাধ্যম ব্যাতীতই মানুষকে প্রদান করা হয় । এরই নাম তওফীক। অর্থাৎ এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেওয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহন করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে ।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
"যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি ।"

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (সিরাতল লাজিনা আন্‌ আম্‌তা আলাইহীম)
সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ ।

আল্লাহ্‌ যাদের নেয়ামত দান করেছেন বা অনুগ্রহ করেছেন, তারা হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন । অর্থাৎ সেই পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে যে পথে সীমা অতিক্রম করা বা মর্জিমত কাটছাট করে নেওয়ার অবকাশ নেই ।

غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ (গাইরিল মাগদুবি আলাইহীম ওয়ালাদ দল্লীন)

তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ।

তাদের উপরই গজব নাজিল হয়েছে যারা (ইহুদীরা) ধর্মের হুকুম আহ্কামকে বুঝে জানে, তবে স্বীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে । আর তারাই পথভ্রষ্ট যারা (নাসারা) সীমালংঘন করে নবীদেরকে আল্লাহ্র পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে ।

দোয়ার পদ্ধতি : প্রথমে আল্লাহ্র তা'রীফ কর, তাঁর দেয়া সীমাহীন নেয়ামতের স্বীকৃতি দাও । একমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকেও দাতা ও অভাব পূরনকারী মনে করোনা । অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য আরজী পেশ কর ।

হাদিস : রাসূল (সা:) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন নেয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এই কথা তার চেয়ে অনেক উত্তম ।

فَلاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنَ اتَّقٰى
তোমরা আত্ম-প্রশংসা বা পবিত্রতার দাবী করো না, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, কে মুত্তাকী ।

Allah's Messenger (S) said, "When the Imam says: غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ Then you must say, اٰمِيْنَ for if one's utterance of Amin coincides with that of the angels, then his past sins will be forgiven. – Sahih Al-Bukhari.

- আজকের আমল : পিতা মাতার জন্য দোয়া :

رَبِّ ارْحَمْهُمَاكَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا (রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানী সগীরা)-২৪, বনী ইসরাঈল ।
হে পালনকর্তা, আমার পিতামাতার উপর রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন ।

- নামায ও মাসলা : নামাযের ফরজ সমূহ :

শরীর পাক হওয়া - কাপড় পাক হওয়া - জায়গা পাক হওয়া - সতর ঢাকা - ক্বেবলা মুখী হওয়া
ওয়াকত্ মত নামায পড়া - নিয়ত করা - তাকবীরে তাহ্রীমা - দাঁড়াইয়া নামায পড়া
কোরআন পড়া - রুকূ করা - সেজদা করা - শেষ বৈঠকে বসা